ইউনিট–৯

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

ভূমিকা

ইংরেজীতে 'গুড' শব্দের অর্থ পুণ্য না হলেও গুড ফ্রাইডে দিনটি 'পুণ্য শুক্রবার' নামে সকল খ্রিষ্টানের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এমন দিনেই মানবত্রাতা প্রভু যীশু প্রাণদান করেছিলেন।দিনটি যীশুর মৃত্যুর দিন হলেও আসলে মৃত্যুদিবস বলে যেন অভিহিত করা না হয়। কেননা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে এই দিন যেন নবজীবনের সূচনা মাত্র। মৃত্যুতেই যীশুর জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যুর পরে আছে পুনরুত্থান।

যীশুর মৃত্যু কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ যেন একটি পূর্ব-পরিকল্পিত জীবন নাট্যের চরম পরিণতি মাত্র। সেই নাটকের রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র। বেথলেহেমের উদয়াচল থেকে কালভেরীর অস্তাচলের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রভু যীশুর এই পার্থিব জীবনের কোথাও কোন বিরতি নেই।

পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে যীশু জনতাকে একবার বলেছিলেন, 'তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিনদিনের মধ্যে তা ওঠাব'। তিনি আসলে তাঁর দেহরূপ মন্দিরের কথাই বলেছিলেন। সেদিন শিষ্যরাও তা বুঝতে পারেননি। পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যীশু সে কথাই প্রমাণ করলেন।

পুনরুত্থান দ্বারা যীশু মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করেছিলেন। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এমন কি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন। শূন্য কবর সেই বাধ্যতার প্রমাণ। পুনরুত্থান তাঁর পাপের উপরে জয়লাভের চিহ্ন। তাঁর মধ্যে পাপের চিহ্নমাত্র থাকলে মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতো। পাপহীন জীবন তাঁকে মৃত্যুহীন জীবনে উত্তীর্ণ করল। মৃত্যু তাঁকে সমাধিগর্ভে ধরে রাখতে পারেনি।

পুনরুত্থানের পরের আর একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হল প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ। ঊর্ধ্বে আরোহণ করবার জন্যেই তো তাঁর অবতরণ। কোন মানুষ যখন যীশুর সংগে ক্রুশার্পিত হয়, তাঁর সংগে সংগে সে পুনরুত্থিতও হয়। তার জীবনে অন্ধকার শেষ হয়ে নতুন আলো উদ্ভাসিত হয়। তখন সেই মানুষ প্রভু যীশুর হাত ধরে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে।পুনরুত্থানের পরাক্রমের মধ্য দিয়ে স্বর্গের অধিকার সে নিশ্চিতভাবে লাভ করে। এই ইউনিটে যীশুর জীবনের তিনটি অতুলনীয় ঘটনা, তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার ফলে আমরা পাপ থেমে মানুষের নিস্তার রহস্য বুঝতে পারব।

পাঠ–১ : যীশুর ক্রুশারোপণ, মৃত্যু ও সমাধি
(মার্ক ১৫:১৬-৪৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- 'গলগথা' কথাটির অর্থ বলতে পারবেন।
- উপাসনা-ঘরের পর্দাটা কিভাবে চিরে দু'ভাগ হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কে যীশুর দেহ কবরে রেখেছিলেন তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৯.১.১ সৈন্যদের ঠাট্টা-তামাশা

সৈন্যরা যীশুকে নিয়ে প্রধান শাসনকর্তার বাড়ির ভিতরে গেল। সেখানে তারা অন্য সব সৈন্যদের একত্র করল। তারা যীশুকে বেগুনী রংয়ের কাপড় পরালো, আর কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল। তার পরে তারা যীশুকে বলতে লাগল, "যিহুদী-রাজ, জয় হোক!" তারা একটা লাঠি দিয়ে যীশুর মাথায় বারবার মারতে লাগল এবং তাঁর গায়ে থুথু দিল, আর হাঁটু পেতে তাঁকে সম্মান দেখাবার ভান করল। এইভাবে তাঁকে ঠাট্টা-তামাশা করবার পর তারা সেই বেগুনে কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল এবং ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

৯.১.২ ক্রুশের উপর প্রভু যীশু

সেই সময় শিমোন নামে কুরীণী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সেই পথে যাচ্ছিলেন। ইনি ছিলেন আলেকসান্দর ও রূফের বাবা। সৈন্যরা তাঁকে যীশুর ক্রুশটা বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। তারা যীশুকে 'গলগথা' অর্থাৎ

'মাথার খুলির স্থান' নামে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। পরে তারা যীশুকে গন্ধরস মিশানো সির্কা খেতে দিল, কিন্তু তিনি তা খেলেন না। এর পরে তারা যীশুকে ক্রুশে দিল। সৈন্যরা যীশুর কাপড়-চোপড় ভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কী পড়ে।

৯.১.৩

সকাল ন'টার সময় তারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল। যীশুর বিরুদ্ধে দোষ-নামাতে লেখা ছিল, "যিহুদীদের রাজা।" তারা দু'জন ডাকাতকেও যীশুর সংগে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে। তাতে পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হলো –"তাঁকে অন্যায়কারীদের সংগে গোণা হলো।" যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে যীশুকে ঠাট্টা করে বলল, "ওহে, তুমি না উপাসনা-ঘর ভেংগে আবার তিন দিনের মধ্যে তা তৈরি করতে পার! এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা কর!" প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরাও যীশুকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঐ যে মশীহ, ইস্রায়েলীয়দের রাজা! ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক যেন আমরা দেখে বিশ্বাস করতে পারি।" যীশুর সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও তাঁকে টিটকারী দিল।

৯.১.৪ প্রভু যীশুর মৃত্যু

পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। বেলা তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?" যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কয়েকজন এই কথা শুনে বলল, "শোন, শোন, ও এলিয়কে ডাকছে।" তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ সির্কায় ভিজাল এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে তা যীশুকে খেতে দিল। সে বলল, "থাক্, দেখি এলিয় ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কি না।" এর পরে যীশু জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন উপাসনা-ঘরের পর্দাটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। যে সেনাপতি যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে যীশুকে এইভাবে মারা যেতে দেখে বলল, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

৯.১.৫

কয়েকজন স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, দুই যাকোবের মধ্যে ছোট যাকোব ও যোশীর মা মরিয়ম আর সালোমী। যীশু যখন গালীলে ছিলেন তখন এই স্ত্রীলোকেরা তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক, যাঁরা যীশুর সংগে সংগে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁরাও সেখানে ছিলেন।

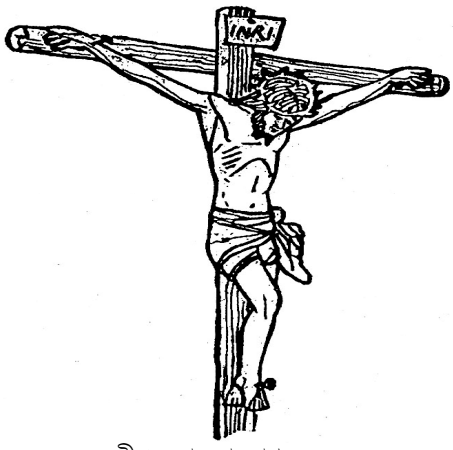

যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু

৯.১.৬ প্রভু যীশুর কবর

সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন, অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন। যখন সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন নাম-করা সভ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পীলাত আশ্চর্য হলেন যে, যীশু এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন। সত্যি সত্যি যীশুর মৃত্যু হয়েছে কি না, তা সেনাপতিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। যখন সেনাপতির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তখন দেহটি যোষেফকে দিলেন। যোষেফ গিয়ে কাপড় কিনে আনলেন এবং যীশুর মৃতদেহটি নামিয়ে সেই কাপড়ে জড়ালেন, আর পাহাড় কেটে তৈরি-করা একটা কবরে সেই দেহটি রাখলেন। তারপর তিনি কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। যীশুর মৃতদেহটি কোথায় রাখা হল তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশীর মা মরিয়ম দেখলেন।

সার-সংক্ষেপ

পীলাত যীশুকে ক্রুশমৃত্যুর আদেশ দিতেই সৈন্যরা যীশুকে রাজা সাজিয়ে উপহাস করতে লাগল। যীশু যে কতটা ক্ষমতাহীন তা দেখাবার জন্যে তারা তা করছিল।

চাবুক মারা ও প্রহার করায় যীশু শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর ক্রুশ বহন করতে পারছিলেন না। তখন কুরিণীর শিমনকে ক্রুশ বহনে বাধ্য করা হলো। তারপর সৈন্যরা যীশুর কাপড় ভাগাভাগি করে নিয়ে 'গলগথা' অর্থাৎ 'মাথার খুলি' নামক স্থানে যীশুকে ক্রুশে দিল। ক্রুশের মাথায় তিনটি ভাষায় দোষ-লিপিতে লেখা ছিল 'যিহুদীদের রাজা'। দু'জন দস্যুও যীশুর সংগে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। যারা ক্রুশার্পিত যীশুকে দেখতে এসেছিল, তারা যীশুকে বিদ্রুপ করতে লাগল।

দুপুরবেলা দেশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে যীশু একজন পাপীর মতো হলেন। তাই ক্রুশে তিনি কিছু সময়ের জন্যে যেন ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। উপাসনা-ঘরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিড়ে দু'ভাগ হলো। তার মানে, এখন থেকে উপাসনা ঘরের মহাপবিত্র স্থানে নয় বরং যীশুর মধ্যেই মানুষ ঈশ্বরকে পাবে।

যোষেফ ছিলেন মহাসভার একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি পীলাতের কাছে যীশুর দেহ চাইলেন। এরপর পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা এক কবরে যীশুর দেহটি রাখলেন।

মনে রাখুন

খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন হতে হবে পুত-পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। যীশুকে জীবনে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা জাগতিকতায় সমাধিপ্রাপ্ত হই এবং তাঁর সংগে উত্থিত হই (দ্রষ্টব্য কলসীয় ২:১২)। আমাদের জীবনে যদি জাগতিকতার উপর, মরজগতের উপর, লোভ-লালসা ও স্বার্থপরতার উপর কোনো উত্থান না থাকে, তবে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান আমাদের জীবনে ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়। ব্যক্তি জীবনের পুনরুত্থানই যীশুর পুনরুত্থানের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

কুরীণী : উত্তর আফ্রিকার একটি স্থান। বর্তমানে এ স্থান ত্রিপোলি বলে পরিচিত। এই জায়গাতেই শিমোনের বাড়ী ছিল।

গলগথা (মাথার খুলি) : যে স্থানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই জায়গার ইব্রীয় নাম। জায়গাটির আকৃতি মানুষের মাথার খুলির মতো।

বিশ্রাম দিন : বিশ্রাম দিন অর্থাৎ সপ্তাহের সপ্তম দিন। (আদি. ২:২-৩ পদ) শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত যে সময়, সেই সময়কে বিশ্রামবার বলা হয়। যিহুদীরা এই দিনকে পবিত্র দিন বলে মনে করে। কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করা ছাড়া এই দিনে আর কোন কাজ করা নিষেধ।

আয়োজনের দিন : বিশ্রামের দিন অর্থাৎ সপ্তাহের সপ্তম দিনের আগের দিনকে বলে আয়োজনের দিন বা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতির দিন।

অরিমাথিয়া : যিহুদায় অবস্থিত যোষেফের বাসস্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'গলগথা' কথাটির অর্থ কী ছিল?
ক) একটি পাহাড় খ) একটি কবরস্থান গ) মাথার খুলির স্থান ঘ) একটি পাহাড়ী উপত্যকা

২। উপাসনা-ঘরের পর্দাটা কিভাবে ছিড়ে দু'ভাগ হয়েছিল?
ক) এক পাশ থেকে অন্য পাশে খ) নিচ থেকে উপরে
গ) কোণাকুণিভাবে ঘ) উপর থেকে নিচে

৩। কে যীশুর দেহ কবরে রেখেছিল?
ক) যীশুর এগারো জন শিষ্যের একজন খ) মগ্দলীনী মরিয়ম
গ) অরিমাথিয়ার যোষেফ ঘ) সৈনিকেরা

পাঠ–২:প্রভু যীশুর পুনরুত্থান
(মার্ক ১৬:১-১৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- পুনরুত্থান রোববারে যীশুর কবরের গুহায় সাদা কাপড়-পরা স্বর্গদূত কী বলেছিলেন, তা বলতে পারবেন।
- যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পরে কে প্রথমে তাঁকে দেখেছিলেন তা বলতে পারবেন।
- মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পরে প্রভু যীশু এগারো জন শিষ্যকে কী বলেছিলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৯.২.১ মৃত্যুর উপরে জয়লাভ

বিশ্রামবার পার হয়ে গেলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী যীশুর দেহে মাখাবার জন্য সুগন্ধি মলম কিনে আনলেন। সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালে, সূর্য উঠবার সংগে সংগেই তাঁরা কবরের কাছে গেলেন। সেই সময় তাঁরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কবরের মুখ থেকে কে ঐ পাথরটা সরিয়ে দেবে?"

৯.২.২

কিন্তু, তাঁরা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই পাথরটা খুব বড় ছিল। কবরের গুহায় ঢুকে তাঁরা দেখলেন, সাদা কাপড়-পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। সেই যুবকটি বললেন, "অবাক হয়ো না। নাসারত গ্রামের যীশু, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকেই তোমরা খুঁজছো তো? তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। যেখানে তারা তাঁকে রেখেছিল সেই জায়গা দেখ। তারপর তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে এই কথা বল যে, তিনি তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমনই তারা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।" সেই স্ত্রীলোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কাউকে কিছু বললেন না।

৯.২.৩ প্রভু যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

সপ্তার প্রথম দিনে, মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর, যীশু প্রথমে মগ্দলীনী মরিয়মকে প্রথমে দেখা দিলেন। এই মরিয়মের ভিতর থেকে তিনি সাতটা মন্দ-আত্মা ছাড়িয়েছিলেন। যীশুকে দেখবার পর মরিয়ম গিয়ে যাঁরা যীশুর সংগে থাকতেন তাঁদের কাছে খবর দিলেন। সেই সময় তাঁরা মনের দুঃখে কাঁদছিলেন। যীশু জীবিত হয়েছেন ও মরিয়ম তাঁকে দেখেছেন, এই কথা শুনে তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

৯.২.৪

এর পরে তাঁর দু'জন শিষ্য যখন হেঁটে গ্রামের দিক যাচ্ছিলেন তখন যীশু অন্য রকম চেহারায় তাঁদের দেখা দিলেন। তাঁরা ফিরে গিয়ে বাকী সবাইকে সেই খবর দিলেন, কিন্তু তাঁদের কথাও অন্য শিষ্যেরা বিশ্বাস করলেন না।

৯.২.৫

এর পরে যীশু তাঁর এগারোজন শিষ্যকে দেখা দিলেন। তখন তাঁরা খাচ্ছিলেন। বিশ্বাসের অভাব ও অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি তাঁদের বকলেন, কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পরে যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করেননি। যীশু সেই শিষ্যদের বললেন, "তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার কর। যে কেউ বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সে-ই পাপ থেকে উদ্ধার পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না ঈশ্বর তাঁকে দোষী বলে স্থির করে শাস্তি দেবেন। যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে – আমার নামে তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে।"

সার-সংক্ষেপ

যে স্ত্রীলোকেরা রবিবার দিন খুব ভোরে যীশুর কবরে এসেছিলেন, তারা শুক্রবার ক্রুশের কাছে ছিলেন। তাঁরা কবরে এসেছিলেন যীশুর দেহে শেষবারের মতো সুগন্ধি মলম লাগাবেন বলে। কবরের কাছে এসে তারা দেখলেন যে, কবরের মুখ থেকে বড় পাথরটা সরানো আছে। তারপর দেখলেন যে, সেখানে একটি যুবক বসা আছেন! তিনি ছিলেন একজন স্বর্গদূত। স্বর্গদূত তাদের বললেন, "তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।" এরপর পুনরুত্থিত যীশু তিনবার দেখা দিলেন। প্রথমে মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যাকে তিনি নতুন জীবন দিয়েছিলেন। তারপর গ্রামের পথে হেঁটে চলেছেন এমন দু'জন শিষ্যকে দেখা দিলেন। শেষে এগারোজন শিষ্য যখন খাবার খাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের দেখা দিলেন। তিনি যে জীবিত হয়ে উঠেছেন, তা তাঁরা বিশ্বাস করেননি বলে তাদের তিনি তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁদের একটি নতুন দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাদের পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার করতে বললেন। এই সুখবর যারা বিশ্বাস করবে না, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন। যারা বিশ্বাস করবে, তারা পাপ থেকে উদ্ধার পাবে। আর সেই সংগে বিশেষ ক্ষমতার কিছু চিহ্ন তাদের কাজে প্রকাশ পাবে।

মনে রাখুন

এই পৃথিবীতে পাঁচ শ্রেণীর লোক আছে। নাস্ড়িকরা বলে – 'ঈশ্বর বলতে কিছু নেই'। অজ্ঞেয়বাদীরা বলে – 'জানিনা ঈশ্বর আছে কি নেই'। জড়বাদীরা বলে – 'ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই'। নির্বোধ বলে – 'আমার ইচ্ছা, 'ঈশ্বর না থাকলে ভাল হতো'! আস্তিক বলে – 'ঈশ্বর আছেন এবং তিনি আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন' (গীতসংহিতা ১৪:১)। আপনি এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত?

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মগ্দলীনী মরিয়ম : মগ্দলা ছিল গালীলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এই গ্রামের মেয়ে মরিয়ম। সাতটি মন্দ আত্মা তার উপর ভর করেছিল। প্রভু যীশু তার মধ্য থেকে মন্দ আত্মাগুলো বের করে তাকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন।

শালোমী : মথি ২৭:৫৬ পদ অনুসারে শালোমী ছিলেন সিবদিয়ের স্ত্রী – যাকোব ও যোহনের মা। এঁরা দু'জন যীশুর শিষ্য ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

৩। সাদা কাপড় পরা স্বর্গদূত স্ত্রীলোকদের কী বলেছিলেন?
- ক) তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।
- খ) তিনি এখানে নেই, তবে শীঘ্র আসছেন।
- গ) তিনি এখানে নেই, তবে অবশ্যই দেখা দিবেন।
- ঘ) তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন, এসে দেখুন।

২। যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর কে তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন?
- ক) পিতর
- খ) যাকোব ও যোশীর মা মরিয়ম
- গ) মগ্দলীনী মরিয়ম
- ঘ) শালোমী

৩। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পরে প্রভু যীশু এগারোজন শিষ্যকে কী বলেছিলেন?
- ক) আমার পশ্চাৎগামী হও।
- খ) মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক।
- গ) পৃথিবীর সব জায়গায় যাও এবং ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার কর।
- ঘ) আমার পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাক।

পাঠ–৩ : প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ
(প্রেরিত ১:৪-১৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- স্বর্গস্থ পিতার প্রতিশ্রুত দানটি কী, তা বলতে পারবেন।
- সেই দানটি পাওয়ার পর শিষ্যেরা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কী হবেন, তা বলতে পারবেন।
- জেরুজালেমে পৌঁছে উপরের তলায় যে ঘরে শিষ্যেরা থাকতেন, সেখানে গিয়ে তাঁরা কী করেছিলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৯.৩.১

একবার যীশু যখন শিষ্যদের সংগে ছিলেন তখন তাঁদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা জেরুজালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা-করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর। যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পিতার সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে।"

৯.৩.২

পরে শিষ্যেরা একসংগে মিলিত হয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, এই সময় কি আপনি ইস্রায়েলীয়দের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?" যীশু তাঁদের বললেন, "যে দিন বা সময় পিতা নিজের অধিকারের মধ্যে রেখেছেন তা তোমাদের জানতে দেওয়া হয় নি। তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা যিহুদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

৯.৩.৩

এই কথা বলবার পরে শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হলো এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। যীশু যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন শিষ্যেরা একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড়-পরা দু'জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

৯.৩.৪

তখন শিষ্যেরা জৈতুন পাহাড় থেকে জেরুজালেমে ফিরে আসলেন। জেরুজালেম শহর থেকে এই পাহাড়টা এক কিলোমিটার দূরে ছিল। শহরে পৌঁছে তাঁরা উপরের তলার যে ঘরে তখন থাকতেন সেখানে গেলেন। এই শিষ্যদের নাম ছিল – পিতর, যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব ও দেশভক্ত শিমোন এবং যাকোবের ছেলে যিহুদা। তাঁরা সবাই বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদের সংগে এবং যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইদের সংগে সব সময় একমন হয়ে প্রার্থনা করতেন।

সার-সংক্ষেপ

প্রভু যীশুর শিষ্যেরা সমস্ত জগতে সুখবর প্রচার করার আদেশ পেয়েছিলেন। যে শক্তিতে তাঁরা প্রচার করবেন, সেই শক্তি তাদের নিজেদের নয়। পবিত্র আত্মার শক্তি পেয়েই তাঁরা এই কাজ করতে পেরেছিলেন।

জৈতুন পর্বতে পুনরুত্থিত প্রভু যীশু শিষ্যদের সংগে দেখা দিয়ে শেষবারের মতো কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে গেলেন এবং একখন্ড মেঘ এসে তাঁকে আড়াল করে ফেলল।

এমন সময় সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক শিষ্যদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারা ছিলেন স্বর্গদূত। স্বর্গদূতেরা শিষ্যদের বললেন, যেভাবে যীশুকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, সেভাবেই তিনি আবার আসবেন।

সেখান থেকে সবাই শহরে ফিরে এলেন। শহরে পৌঁছেই তাঁরা যেখানে থাকতেন, সেই ঘরের উপরের তলায় গেলেন। সেখানে তারা নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনায় রত থাকলেন।

মনে রাখুন

জার্মান দেশের হ্যানহোভার-এ একটি কবর ছিল। কবরস্থানটি পাথর ও ইস্পাতের কব্জা দিয়ে মজবুত করে আটকানো থাকতো। কবরের সমাধি ফলকে লেখা ছিল – "এই কবরের দরজা কখনও খুলবে না।" এই সমাধিটি ছিল একজন বিধবা মহিলার যিনি পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলে গিয়েছিলেন যে তার কবর যেন এমনভাবে সুরক্ষিত থাকে যাতে প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় পুনরুত্থানের খবর কবরের কাছে পৌঁছতে না পারে। কিন্তু একদিন দেখা গেল, একটি ছোট্ট বীজ পাথরগুলো ভেদ করে ইস্পাতের কব্জাটিকে হালকা করে বৃক্ষের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো এবং ধীরে ধীরে একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয়ে কবরের মজবুত গাঁথুনি ভেঙ্গে দিল।

একটি ছোট্ট বীজের মধ্যেই যদি এত শক্তি লুকিয়ে থাকে, তবে খ্রিষ্টরূপে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কত না শক্তি যিনি সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় আমরা তাঁর শক্তিতেই পুনরুত্থিত হবো।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

পবিত্র আত্মা

ঈশ্বরের আত্মা। তিনি বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন, পাপ সম্বন্ধে মানুষকে বুঝার শক্তি দেন, মানুষকে পরিচালনা দান করেন, সাক্ষ্যদান করেন, শিক্ষা দেন এবং সব কিছু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি ধর্মযাজকদের আহ্বান করেন, তাদেরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন এবং কোন কোন সময় কাজ করতে নিষেধও করেন। ঈশ্বরের কাজ করার জন্য তিনি মানুষকে বিভিন্ন গুণ ও দান দিয়ে থাকেন।

বাপ্তিস্ম/দীক্ষাস্নান/অবগাহন

স্নান করলে মানুষের দেহ পরিষ্কার হয়।তেমনি দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম/অবগাহনকে পাপরূপ ময়লা ধুয়ে ফেলে খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে নতুন জীবন লাভের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী বাপ্তিস্ম দ্বারা খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সংগে মিলিত হন। খ্রিষ্ট যেমন মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছেন, তেমনি যে ব্যক্তি বাপ্তিস্ম (দীক্ষাস্নান/অবগাহন) গ্রহণ করেন, তিনি তার পাপের জন্যে অনুতাপ করে বিগত জীবনের সব পাপ ত্যাগ করেন এবং যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে নতুন জীবনের স্বাদ পান।

শমরিয়া

প্যালেষ্টাইন দেশের শমরিয়া প্রদেশ। এখানকার লোকেরা আধা যিহুদী ছিল। কারণ যিহুদী হয়েও তারা অন্য জাতির সংগে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ভিন্ন জাতি হয়ে গিয়েছিল। প্রদেশটি যিহুদীয়া ও গালীল প্রদেশের মাঝখানে ছিল।

যিহুদীয়া : (ইউনিট ৩.৫-এর শব্দটীকা দেখুন)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বর্গস্থ পিতার প্রতিজ্ঞা-করা দানটি কী ছিল?
   ক) প্রভু যীশুর আগমন
   খ) পবিত্র আত্মার আগমন
   গ) ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন
   ঘ) প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন

২। পিতার প্রতিজ্ঞা-করা দান পেলে পর শিষ্যেরা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত কী হবেন?
   ক) সাক্ষী হবেন
   খ) ভ্রমণ করবেন
   গ) কাজ করবেন
   ঘ) বসবাস করবেন

৩। জেরুজালেমে পৌঁছে উপরের তলায় যে ঘরে শিষ্যরা থাকতেন, সেখানে গিয়ে তারা কী করেছিলেন?
   ক) আনন্দ স্ফূর্তি
   খ) কান্নাকাটি
   গ) প্রার্থনা
   ঘ) গল্পগুজব

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রভু যীশুর মৃত্যু যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা আলোচনাপূর্বক বুঝিয়ে লিখুন। (৯ ইউনিটের ['প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান'] ভূমিকা দেখুন)

২। প্রভু যীশু যখন ক্রুশের উপরে ঝুলছিলেন তখন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত কী হয়েছিল, তা লিখুন। (৯.১.৩, ৯.১.৪ অনুচ্ছেদ)

৩। মৃত্যুর পরে প্রভু যীশুর দেহ কে কবর দিয়েছিলেন এবং কিভাবে দিয়েছিলেন, তা লিখুন। (৯.১.৬ অনুচ্ছেদ)

৪। প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের দিন খুব ভোরে কারা কবরের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা বর্ণনা করুন। (৯.২.১ ও ৯.২.২ অনুচ্ছেদ)

৫। প্রভু যীশু পুনরুত্থানের পর এগারোজন শিষ্যকে কখন দেখা দিলেন এবং তাঁদের সংগে কী কথা বললেন ও কী আদেশ দিলেন? (৯.২.৫ অনুচ্ছেদ)

৬। পিতার প্রতিজ্ঞা-করা দান সম্পর্কে প্রভু যীশু কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? (৯.৩.১ ও ৯.৩.২ অনুচ্ছেদ)

৭। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের সময় দু'জন স্বর্গদূত শিষ্যদের কী বলেছিলেন? (৯.৩.৩ অনুচ্ছেদ)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১

১। গ, ২। ঘ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২

১। ক, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩

১। খ, ২। ক, ৩। গ